কেমন হলো বাজেট ২০২৩-২৪

উন্নয়ন সমন্বয়ের বাজেট প্রতিক্রিয়া সংক্ষিপ্ত সার

০৩ জুন ২০২৩

বহুমুখী সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রার সূচনা ঘোষিত হয়েছে এবারের বাজেটের মাধ্যমে। অনেকে বাজেটকে উচ্চাভিলাষী মনে করলেও আমরা তা মনে করি না। একে বরং আশাবাদি আর সংস্কারমুখী বাজেট হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। এটা মানতেই হবে যে বাজেটের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের পথে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে বিদ্যমান বাস্তবতায় এমন সাহসী পরিকল্পনা নিয়ে এগুনোর কোন বিকল্প ছিলো না বলেই আমরা অনুভব করি। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সাড়ে সাত লক্ষ কোটিরও বেশি। আগের বছরের চেয়ে বাজেট বেড়েছে ১৫.৩৩ শতাংশ। আর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে আরও বেশি (১৫.৪৭ শতাংশ)। **রাজস্ব আদায়ে যে 'কোয়ান্টাম জাম্প'-এর লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জন করতে বৈপ্লবিক সংস্কার দরকার হবে।**

প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার, ও বাজেট ঘাটতি

৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন করা যাবে কি-না তা নিয়ে আলোচনা করাই যায়। তবে এখন প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিতর্কের সময় নয়। বরং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেই নীতিমনযোগ বেশি করে দরকার। চলতি বছরে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তাই আসছে বছরে মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে ধরে রাখার টার্গেটটিকেও চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রাকে অবাস্তব বলা যাবে না। কেননা বিশ্ববাজারে তো পণ্যমূল্য স্থিতিশীল হয়ে আসছে।

বাজেট ঘাটতি প্রায় ২ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫.১৫%। এই অনুপাতকে সহনীয়ই বলা যায়। এই ঘাটতির ৫১% আসবে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে। তাই ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহে চাপ পড়বে। ব্যক্তিখাতের জন্য ঋণপ্রবাহ যতোটা থাকবে তার বেশি অংশই যেন উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী উদ্যোগে যায় তা নিশ্চিত করা চাই। এ জন্য **বাজেট ও মুদ্রানীতির সুসমন্বয় নিশ্চিত করতেই হবে।** চলতি অর্থবছরে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকির প্রস্তাব থাকলেও সংশোধিত বরাদ্দে তা ৩৭% বাড়িয়ে প্রায় ৭৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আসন্ন অর্থবছরে চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়েও আরও ৯ শতাংশ বাড়িয়ে ৮৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। ভর্তুকিতে কাটছাটের চাপ থাকার পরও জনজীবনে স্বস্তি আনতে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি জনস্বার্থের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রতিফলন।

বাজেট ২০২৩-২৪-এর কর প্রস্তাব

প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু কর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে বলে আমাদের মনে হয়েছে। বিদ্যমান বাস্তবতায় ধনীদের সম্পদের ওপর করের সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে ৪ কোটিতে উন্নিত না করলেও চলতো। বিদেশ যাত্রায় বাড়তি করারোপ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সহায়ক হতে পারে। তবে বিদেশগামী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের এর আওতার বাইরে রাখা উচিৎ। এছাড়া সিমেন্ট ক্লিঙ্কারের ওপর সুনির্দিষ্ট শুল্ক ২০০ টাকা বাড়ানোতে নির্মাণ খাত চাপে পড়তে পারে। স্মার্টফোনের দাম বাড়ানোও সমীচীন নয়।

বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের যে বর্ধিত দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে সিগারেট বিক্রি থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আসবে, যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। তবে **তামাক-বিরোধী গবেষক ও নাগরিক সংগঠনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে চলতি অর্থবছরের চেয়ে আরও ৯ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আসতো।** এছাড়া অন্যান্য স্তরের তুলনায় নিম্ন স্তরের সিগারেটে কম শুল্ক থাকায় সিগারেট কোম্পানিগুলো বাড়তি প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা পাবে।

সার্বিক বিচারে কর প্রস্তাবগুলোকে বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীর মনে হয়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫ লক্ষ করায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবেন অনেক নাগরিক। ৩৮টি পরিসেবা ব্যবহারকারি করযোগ্য নন এমন ব্যক্তিদের জন্যও ন্যূনতম ২,০০০ টাকার করের প্রস্তাবটি অভিনব। বাড়তি রাজস্ব আয় এবং কর প্রদানের সংস্কৃতির প্রসারে এই সিদ্ধান্ত সহায়ক হতেও পারে। একাধিক গাড়ির মালিকদের জন্য বাড়তি কর, টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবসার ভ্যাট উঠিয়ে দেয়া, এবং

সৌরশক্তিচালিত পানিশোধন প্ল্যান্টে অগ্রিম কর প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্তগুলো পরিবেশবান্ধব উন্নয়নকে বেগবান করবে। বিভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াত দেয়ার ফলে আউট-অফ-পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় কিছুটা কমতে পারে।

অনেকগুলো **কর প্রস্তাব দেশীয় শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে**। যেমন: কাঁচ শিল্প ও সুইচ/সকেট প্রস্তুতকারকদের দেয়া করছাড় দেশীয় উৎপাদকদের সুবিধা দিবে। আবার, আমদানিকৃত লো-ক্যাপাসিটি বৈদ্যুতিক প্যানেলের ওপর কাস্টম ডিউটি ১% থেকে বাড়িয়ে ১০% করায় যারা দেশে এসব প্যানেল তৈরি করেন তারা সুফল পাবেন। কম্পিউটার ও আইসিটি পণ্যে ভ্যাট ছাড় জুন ২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কিছু গার্হস্থ্য ইলেক্ট্রনিক পণ্যেও এমন ছাড় দেয়া হয়েছে। এগুলো সময়োচিত প্রস্তাবনা। হাতে বানানো বিস্কুট ও কেকের ক্ষেত্রে ভ্যাটমুক্ত সীমা বাড়ানোর ফলে সুবিধা পাবেন ছোট কলেবরের উদ্যোক্তারা।

কয়েকটি খাতে বরাদ্দের পর্যালোচনা

বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দে নীতি-মনযোগের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। কৃষিতে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। সার-জ্বালানির দামবৃদ্ধিতে চলতি বছরে কৃষি ভর্তুকি বাড়িয়ে ২৬ হাজার কোটি টাকা করতে হয়েছে। বিশ্ব বাজারে উপকরণের দাম হ্রাসের বিবেচনায় আসছে বছরে কৃষি ভর্তুকি ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি রাখা হয়েছে। ২ কোটি কৃষককে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা দেয়ার উদ্যোগটিও প্রশংসার দাবিদার। এতে লিকেজ কমবে এবং দক্ষতা বাড়বে। এছাড়াও কৃষি উপকরণ আমদানিতে করছাড়ের সুফল ভোগ করবেন মৎস্য, ডেইরি, ও পোল্ট্রি উদ্যোক্তারা।

সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দের বিভাজন

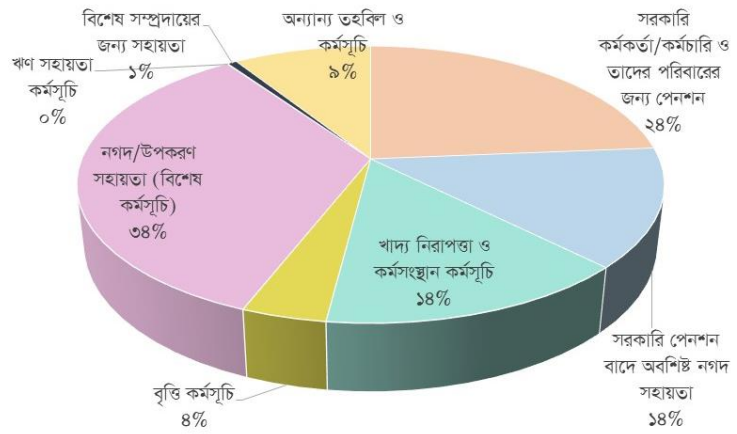

অর্থনৈতিক অস্থিরতার এ সময়ে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বিশেষ মনযোগের দাবিদার। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ চলতি বছরের সংশোধিতর চেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি করা হয়েছে। নগদ সহায়তা পাবেন প্রায় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ব্যক্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ (৫৮ লক্ষ) পাবেন বয়স্ক ভাতা। বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের জন্য কর্মসূচির জনপ্রতি ভাতা ও উপকারভোগির সংখ্যা বেড়েছে। তবে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন নগদ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ হয়েছে ৪৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৩ শতাংশই চলে যাবে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশনে। এই **পেনশন বাদ দিলে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার অংশ ১৭ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩ শতাংশ।** এবারের বাজেট প্রস্তাবে নতুন কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বিদ্যমান বাস্তবতায় নগরাঞ্চলের কম আয়ের পরিবারগুলোর জন্য পাইলট ভিত্তি হলেও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

সঙ্কটকালে বাজেট বরাদ্দে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতগুলোতে কাটছাটের প্রভাব বেশি পড়ে। প্রস্তাবিত বাজেটে এমন কাটছাট নজরে না এলেও মনে হচ্ছে **গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি।** মোট বাজেট ১৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো হলেও শিক্ষা বাজেট আগের বছরের চেয়ে মাত্র ৮.২৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষা বাজেট ৮৮ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ১১.৫৭ শতাংশ (চলতি বছরে ১২ শতাংশের বেশি ছিল)। জিডিপির শতাংশ হিসেবেও শিক্ষা বাজেট ছোট হয়ে এসেছে। চলতি বছরে ১.৮৩ শতাংশ থেকে কমে আসন্ন বছরে ১.৭৬ শতাংশ । এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে শিক্ষায় বরাদ্দের বিচারে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় পিছিয়ে আছি (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ২.৮৫%, আমাদের গড় ১.৯৭%)।

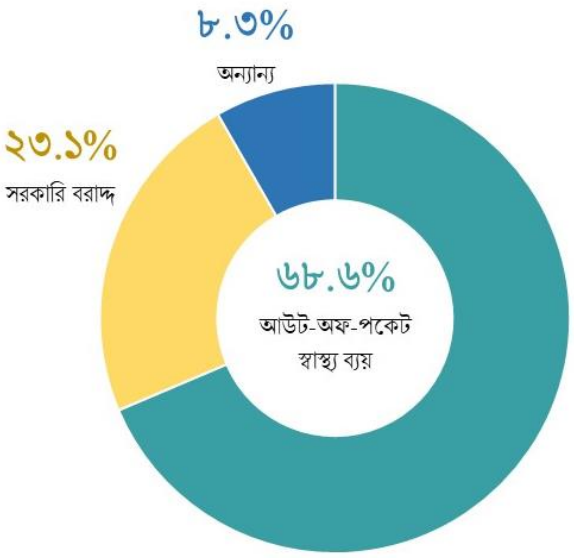

বাংলাদেশে মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (Total Health Expenditure)-এ বিভিন্ন অংশীজনের অবদান

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০

প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বাজেট ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ৫ শতাংশ। এক দশক ধরেই এই অনুপাত অপরিবর্তিত আছে। বরাদ্দের গতানুগতিকতার কারণে আউট-অফ-পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় কমানো সম্ভব হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে আমাদের মোট **স্বাস্থ্য ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ আসে সরকারের বরাদ্দ থেকে** আর ৬৮ শতাংশই বহন করতে হয় নাগরিকদের। তাই বাজেটে স্বাস্থ্যের অংশ বাড়ানো গেলে নাগরিকদের ওপর চাপ কিছুটা কমতো। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের অদক্ষতার কারণেই হয়তো স্বাস্থ্যের অংশটি বাড়ানো যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০২১-২২-এর মোট বরাদ্দের ২৪ শতাংশই বাস্তবায়ন করা যায়নি।

শেষের কথা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপের প্রেক্ষাপটে কোন কোন খাতের ব্যয় কাটছাট করে সেই সম্পদ বেশি অগ্রাধিকার খাত, যেমন: ভর্তুকি, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদিতে পুনর্বন্টনের পরিকল্পনা বাজেট বাস্তবায়নকারিদের রাখতে হবে।

রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারকে সর্বাত্মক সংস্কার বাস্তবায়ন করতেই হবে। পাশাপাশি কর প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সামাজিক আন্দোলন বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে বাজেট ও মুদ্রানীতির ভারসাম্য রক্ষা করার বিকল্প নেই। আশা করবো পুরো অর্থবছর জুড়েই সকল অংশীজন এ ভারসাম্য রক্ষা করেই এগুতে সচেষ্ট হবেন।